ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Salehuddin Ahmed
Adviser
Ministry of Finance
Government of the People's Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

অর্থ বিভাগের নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলসহ দেশের অর্থনীতির খাতওয়ারি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা। বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধাবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শুল্ক নীতির পরিবর্তনের কারণে অর্থনীতি প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে। বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলোর ট্যারিফ নীতির কারণে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৩.৯৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জিত ৪.২২ শতাংশের তুলনায় কম।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহে বেশ কিছু ইতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। রপ্তানি আয় ৮.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি, রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বাণিজ্য ঘাটতি কমে ২০.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণে চলতি হিসাব ভারসাম্যে ১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে ঘাটতি ছিল ৬.৬০ বিলিয়ন ডলার। দীর্ঘ তিন অর্থবছর ঘাটতির পর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যেও ৩.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়েছে, যা একটি ইতিবাচক দিক।

তবে, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ বাংলাদেশেও অনুভূত হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ১০.০৩ শতাংশে পৌঁছায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সনের ডিসেম্বর থেকে মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সনের জুন মাসে সাধারণ, খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৪৮ শতাংশ, ৭.৩৯ শতাংশ ও ৯.৩৭ শতাংশে। একইসাথে, বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জুন ২০২৫ শেষে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জুন ২০২৪ শেষে তা ছিল ২৬.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ প্রকাশের সাথে জড়িত অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি, এ প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এই গ্রন্থটি গবেষক, সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষার্থী, পাঠকসহ সকলের জন্য একটি মূল্যবান তথ্যভান্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)